ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 166 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩২২ ● কলকাতা ● ১৪ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● সোমবার ● ০১ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 129

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ভাল স্থানে ভাল চৈতন্যের সামুহিকতা (একত্রতা) নির্মাণ হয়ে যায়। সেইজন্যে সময়ের সঙ্গে তা বাড়তে থাকবে কারণ ঐ স্থানের উপর সাধুর সংকল্প শক্তি বিদ্যমান থাকে। আর ঐ অতিরিক্ত চৈতন্যশক্তির জন্য ঐ স্থানে যদি কোনও প্রাণী যায়, তবে ঐ স্থানের চৈতন্যশক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর ঐ স্থানে যাওয়ার পর সে প্রকৃতিময় হয়ে যায়, কারণ ঐ স্থানের উপর প্রকৃতির শক্তিসমূহের কেন্দ্রীকরণ হয়েছে।" **ক্রমশঃ**

# ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা পিছিয়ে দিল কমিশন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে একাধিক 'বিতর্ক'। অবশেষে চাপের মুখে নতিস্বীকার নির্বাচন কমিশনের! বাংলা-সহ ১২টি রাজ্যে খসড়া ও চূড়ান্ত দুই ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমাই পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচন কমিশন।উল্লেখ্য, রাজ্যে এসআইআর শুরুর পর থেকেই সময়সীমা নিয়ে প্রবল আপত্তি তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেছিলেন, এত কম সময়ে এসআইআর করলে তা ভুলে ভরা থাকবে। জানিয়েছিলেন, আরও বেশি সময় নিয়ে কমিশন এই কাজ করুক। তিনি সবটুকু দিয়ে সাহায্য করবেন। এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিত করা নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকেও চিঠি দেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছে, একজন বৈধ ভোটারের নামও বাদ পড়লে আন্দোলন হবে।কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ ডিসেম্বরে বদলে ১৬ তারিখ প্রকাশ করা হবে খসড়া ভোটার তালিকা।

এরপর ৩ পাতায়

# তালিকায় মৃতদের নাম তুলতে চাপ!

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

রাজ্যে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে বহু জলঘোলা হয়েছে। তার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা। সেখান থেকে উঠেছে অভিযোগের পাহাড়। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে জাহাঙ্গির খান। অভিযোগ উঠছে, বিএলও-দের চাপ দিয়ে ভোটার তালিকায় মৃতদের নাম তোলা হচ্ছে। তাতে উঠে এসেছে এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের নাম।তাতেও নাম জড়িয়েছে জাহাঙ্গিরের। কমিশনের যে বিশেষ টিম ফলতায় পৌঁছেছে, তাঁদের ওপর হামলার আশঙ্কা করছেন শুভেন্দু। জাহাঙ্গির ৩০০ মহিলা জড়ো করেছেন বলে দাবি শুভেন্দুর। সেক্ষেত্রে মাথা পিছু মহিলাদের ৫০০ টাকা দিয়ে হামলার ছক কষেছেন।

শুভেন্দুর দাবি, জিপি অফিসের উপরেই ব্যাঙ্কয়েট হলে জড়ো হয়েছেন। শুভেন্দুর আরও ভয়ঙ্কর অভিযোগ, প্রত্যেক মহিলাকে জাহাঙ্গির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এমনকি তাতে হাত রয়েছে ফলতার বিডিও-রও। যদিও এই বিষয়ে জাহাঙ্গিরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

তাঁকে এলাকায় এসে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। এরপরই ফলতায় কমিশনের বিশেষ টিম। বারবারই জাহাঙ্গির খানের নাম উঠে আসছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই জাহাঙ্গির খান?

এলাকায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরেই জাহাঙ্গির তৃণমূল দলটা করে আসছেন। কিন্তু ২০২০ সাল থেকে তাঁর এলাকায় দাপট। সে বছর থেকে জাহাঙ্গিরই এলাকায় শেষ কথা হয়ে ওঠেন। তরুণ নেতা, তবে তাঁর কথায় এলাকার বর্ষীয়ান নেতারাও গণ্য করেন বলে জানা যাচ্ছে।

২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় নাম জড়ায় তাঁদের। ২০২১ সালের পর খুন, ধর্ষণ, লুঠ-সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, অধিকাংশ অভিযোগে এফআইআর-ও হয়নি। ২০২৪ সালে বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ তোলে।

এবার ২০২৫ সালে এসআইআর চলাকালীন ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। অভিযোগ, জাহাঙ্গির প্রভাব এতটাই যে তিনি বিডিও-কেও প্রভাবিত করতে পারে। কমিশনের কাজ দেখতে রাজ্যে এসআইআর-এর স্পেশ্যাল ১৩! অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের ফলতায় বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত।

শনিবারই তাঁরা বৈঠক করেছেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে। রবিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ তিনি ফলতায় বিডিও অফিসে গিয়ে পৌঁছেছেন। প্রথম পর্যায়ের বৈঠক ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এদিকে, এবার রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আরও একটি আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছেন।

# নদিয়ায় বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু পাচারকারীর

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

**নদিয়া:** রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পেরিয়ে পালানোর চেষ্টা! বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু এক পাচারকারীর! চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার মাটিয়ারি-বানপুর সীমান্ত এলাকায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।খবর দেওয়া হয় কৃষ্ণগঞ্জ থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে খবর। ওই ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে কী পাচার করছিলেন? বিএসএফ বলার পরেও কেন তিনি না থেমে পালানোর চেষ্টা করলেন? সেই প্রশ্ন উঠেছে। বাংলাদেশের আদালতে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশের পরে বিক্ষিপ্তভাবে অশান্তি শুরু হয়েছিল সেই দেশে। দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর সীমান্ত এলাকাতেও নজরদারি বেড়েছে। নদিয়ার সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের সঙ্গে সেনা টহল দেবে, এই সংক্রান্ত বিষয়ে সম্প্রতি একটি বৈঠকও হয়েছে বলে খবর। সীমান্তে কড়া নজরদারি চলছে। সেই আবহে শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘটল। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল, শনিবার গভীর রাতে মাটিয়ারি-বানপুর সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন জওয়ানরা।ওই সীমান্তের ওপারেই রয়েছে বাংলাদেশ। গভীর রাতে জওয়ানরা দেখতে পান এক পাচারকারী ওই সীমান্ত দিয়ে ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন! জওয়ানরা তাঁকে দাঁড়াতে বলেন। কিন্তু তারপরেও তিনি না থেমে কাঁটাতার পেরিয়ে বাংলাদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন! সেসময় বাধ্য হয়ে গুলি চালায় বিএসএফ। সেই গুলিতেই প্রাণ হারান ওই ব্যক্তি।

# সংসদে জয় হিন্দ-বন্দে মাতরম স্লোগান দেবে তৃণমূল

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

কেন্দ্রের ফতোয়া' মানতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। সংসদের অধিবেশনে জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম স্লোগান দেবেন তৃণমূল সাংসদরা। জানিয়ে দিলেন দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন।১৯৭০ সালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমাতরম' ১৯৫০ সালে দেশের জাতীয় স্তোত্র হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কবিতাটি প্রথমবার ১৮৮২ সালে তাঁর উপন্যাস আনন্দমঠ-এ প্রকাশিত হয়। 'বন্দেমাতরম' সংসদে গাওয়ায় কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতেই গর্জে ওঠেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, কেন্দ্রের এই বিজ্ঞপ্তি সরাসরি বাংলা ও জাতীয় স্তোত্রের উপর আক্রমণ।বাংলার আইডেনটিটি নষ্ট করার চক্রান্ত।

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

# ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা পিছিয়ে দিল কমিশন

স্বাভাবিক ভাবেই চূড়ান্ত ভোটার প্রকাশের দিনেরও পরিবর্তন হয়েছে। আগামী বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে সেই তালিকা।

আজ, রবিবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কমিশন জানিয়েছে, ফর্ম দেওয়া-নেওয়া ও তা অ্যাপে আপলোড করার সময়সীমা ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে দাবি ও আপত্তি জানানোর প্রক্রিয়া। একই সঙ্গে ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে হেয়ারিং প্রক্রিয়া। ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ পাবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

কেন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত তা জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান, বাংলা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে গ্রাউন্ড জিরোয় কাজ করা বিএলওদের চাপই রয়েছে নেপথ্যে। কাজের চাপে একাধিক আধিকারিকদের মৃত্যু বা আত্মহত্যা, তাঁদের বিক্ষোভ- সব মিলিয়ে বারবার উঠেছে সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির চাপ। যার ফলেই কমিশনের এমন সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এসআইআরের কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনের উচ্চস্তরের আধিকারিকরাও একমাসের মধ্যে তালিকা প্রকাশ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনার কথা তুলেছিলেন তাঁরা। সব দিক ভেবে তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ পিছিয়ে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিএলওরা জানাচ্ছেন, এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ ও তা সংগ্রহ করার কাজ প্রায় শেষের দিকে। নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে বিএলও অ্যাপে। ঠিকমতো সার্ভার না থাকায় তথ্য আপলোড করতে গিয়ে নানান সমস্যার মধ্যে পড়ছেন তাঁরা। এত কম সময়ে একজন বিএলওর পক্ষে প্রায় হাজারের বেশি ভোটারের তথ্য আপলোড করা খুব কঠিন। অতিরিক্ত এই ক'দিনের সময় সেই ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দেবে বলে মত তাঁদের।

(২ পাতার পর)

# সংসদে জয় হিন্দ-বন্দে মাতরম স্লোগান দেবে তৃণমূল

এই চক্রান্ত বরদাস্ত করা হবে না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার কথা ভাবছে কেন্দ্র। বিতর্কিত অংশটি বাদ দিয়ে ফের নয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে। শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে সংসদের আচরণবিধি বেঁধে দিতে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয়, অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম' বা 'জয়হিন্দ' ধ্বনি দেওয়া যাবে না। কেন্দ্রের এই বিজ্ঞপ্তির পরেই শুরু হয় বিতর্ক। সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে কেন্দ্র বিজ্ঞপ্তি দিক বা না দিক, তৃণমূল শীতকালীন অধিবেশনে কক্ষের ভিতর জয়হিন্দ ও বন্দেমাতরম ধ্বনি তুলবেই। শনিবার তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও 'ব্রায়েন বলেন, "কেন্দ্রের ফতোয়া আমরা মানব না। কেন্দ্র যদি বন্দে মাতরম, জয়হিন্দের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা নাও তোলে, তাহলেও আমরা অধিবেশনের মধ্যে এই স্লোগান দেব।"

গত ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত সাংসদদের আচরণ সংক্রান্ত এই বিধি প্রকাশ করে রাজ্যসভার সচিবালয়। বিতর্কিত এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতেই প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, ক্ষমতায় আছে বলে বিজেপি যা ইচ্ছা তাই করছে। ওরা ভুলে যাচ্ছে, বাংলা দেশের বাইরে নয়। ওরা যা খুশি করবে আর আমরা চুপ করে থাকব তা হবে না। এসব বরদাস্ত করা হবে না বলে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যসভার এই নিয়মকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে মমতা জানান, এই সব আবেগের সঙ্গে সংঘাত বাঞ্ছনীয় নয়। কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখনও এটা আমাদের দেশের স্লোগান। এর সঙ্গে যে টক্কর নিতে আসবে, সে চুরমার হয়ে যাবে।" তিনি আরও বলেন, "বাংলা ভারতের বাইরে নয়। এটি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবং আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, বাংলা সর্বদা আমাদের দেশের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ঐক্য এবং বৈচিত্রের জন্য লড়াই করে।"

# ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজের সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়িয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

**নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫**

পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) প্রক্রিয়ার কাজ এক সপ্তাহ বাড়িয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

আজ কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা

এরপর ৫ পাতায়

# জেহাদ হবেই', বিস্ফোরক জামিয়ত উলেমা-ই-হিন্দের প্রেসিডেন্ট

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

যদি জুলুম হয়, তাহলে জেহাদ হবেই।' শনিবার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন জামিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ প্রেসিডেন্ট মাহমুদ মাদানি। পাশাপাশি সরকার এবং বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুর অধিকার ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ এনেছেন তিনি। মাদানির মন্তব্যে ফুঁসে উঠেছে বিজেপি। তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিমদের উসকানি দেওয়া এবং বিচার বিভাগকে চ্যালেঞ্জ করার অভিযোগ এনেছে গেরুয়া শিবির।জামিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যকে উসকানি বলছে বিজেপি। বিজেপি বিধায়ক রামেশ্বর শর্মা দাবি করেন, বিচার বিভাগের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন মাদানি। তিনি বলেন, "ভারতে নতুন জিন্নাদের আবির্ভাব হচ্ছে যারা দেশের মুসলমানদের উত্তেজিত করার চক্রান্ত করছে।"

মাদানির অভিযোগ, বাবরি মসজিদ, তিন তালাক-সহ আদালতের একাধিক রায় প্রমাণ করে সরকারের চাপে কাজ করছে বিচার বিভাগ। তিনি দাবি করেন, এমন একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে যা "সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করেছে"। সুপ্রিম কোর্ট ততক্ষণই 'সর্বোচ্চ' বলে অভিহিত হওয়ার অধিকার রাখে যতক্ষণ সেখানে সংবিধান সুরক্ষিত থাকছে।

মাদানি ভারতে মুসলমানদের প্রতি জনসাধারণের অনুভূতির মূল্যায়ণ করেন। উল্লেখ করেন, ১০ শতাংশ মানুষ তাঁদের সমর্থন করেন, ৩০ শতাংশ তাঁদের বিরুদ্ধে এবং ৬০ শতাংশ নীরব। মুসলমানদের এই নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি। বলেন, "তাঁদের কাছে আপনার (মুসলমানদের) সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করুন। যদি এই ৬০ শতাংশ মানুষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলে যায়, তাহলে দেশে বড় বিপদ দেখা দেবে।" মাদানির দাবি, 'লাভ জেহাদ', 'জমি জেহাদ' ইত্যাদির ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বলেন, 'জেহাদ' একটি পবিত্র জিনিস। তা ভালোর জন্য ঘটে থাকে। যদিও এরপরেই মন্তব্য করেন, "যেখানে জুলুম আছে, সেখানে জেহাদ হবেই।" দিল্লি বিস্ফোরণের আবহে এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ।

# সম্পাদকীয়

## লাল সন্ত্রাস পিছনে ফেলে আত্মসমর্পণ আরও ৩৭ মাওবাদীর

অস্ত্র দূরে সরিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরছেন মাওবাদীরা। রবিবার ফের সেই ছবি দেখা গেল ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায়। পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর কর্তাদের উপস্থিতিতে এদিন আত্মসমর্পণ করলেন ১২ জন মহিলা-সহ ৩৭ জন মাওবাদী। যার মধ্যে ২৭ জন মাওবাদীর মিলিত মাথার দাম ৬৫ লক্ষ টাকা।উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদকে পুরোপুরি নির্মূল করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই লক্ষ্যে জোরকদমে শুরু হয়েছে কাজ। গত কয়েক মাসে ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র-সহ একাধিক রাজ্যে আত্মসমর্পণ করেন কয়েকশো মাওবাদী। স্পষ্ট ভাষায় শাহ জানিয়েছেন, "যারা হিংসাত্যাগ করে মূল স্রোতে ফিরছেন তাঁদের স্বাগত জানাই। কিন্তু যারা এখনও বন্দুক চালিয়ে যাবে তাঁদের নিরাপত্তা বাহিনীর মারণ শক্তির মুখোমুখি হতে হবে।"রবিবার দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট গৌরব রাই জানান, যে মাওবাদীরা আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনিতা মাণ্ডবী ওরফে কুমালি, লক্ষ্মী মড়কম ওরফে গীতা, সোমা মাণ্ডবী ওরফে রঞ্জন এবং জাহাজ কালমু। এদের প্রত্যেকের মাথার দাম ছিল ৮ লক্ষ টাকা করে। যারা আত্মসমর্পণ করলেন তাঁদের প্রত্যেককে পুনর্বাসন ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। মাও-মুক্ত ভারতের লক্ষ্যে গত মার্চে 'নকশাল আত্মসমর্পণ এবং আক্রান্তদের পুনর্বাসন নীতি ২০২৫' ঘোষণা করেছিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। যে প্রকল্পে মাওবাদীদের পুনর্বাসন, চাকরি, আর্থিক সহায়তা, আইনি সুরক্ষা দেওয়ার মতো একাধিক বিষয় উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে বস্তার পুলিশ রেঞ্জের 'পুনা মারঘাম' প্রকল্প।

লাগাতার পুলিশি অভিযানে একের কোণঠাসা মাওবাদীরা। এই অবস্থায় তাঁদের মূল স্রোতে ফেরাতে এইসব কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সরকারি হিসেবে গত ২০ মাসে শুধু দন্তেওয়াড়া জেলায় ৫০০-র বেশি মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। এছাড়া গত ২৩ মাসে গোটা ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীর সংখ্যা ২২০০-র বেশি। এই তালিকায় রয়েছেন একাধিক শীর্ষ মাওবাদী নেতা।

# বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(বাইশতম পর্ব)**

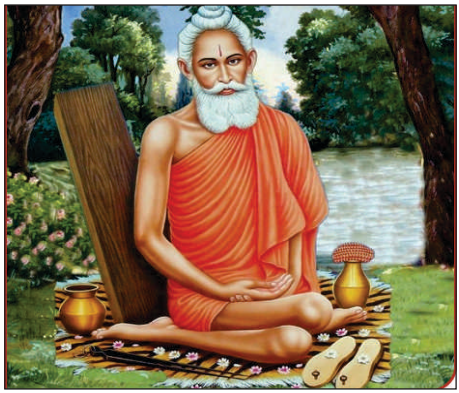

ঢাকার রোয়াইল গ্রামে; হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে করতে আয়ুর্বেদ ঔষধের ব্যবসা শুরু করেন। ঢাকার দয়াগঞ্জে স্বামীবাগ-এ ” শক্তি ঔষধালয়ের” ভিতরে; প্রথম লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মন্দির নির্মাণ করেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মতন আরেক ঢাকার জজকোর্টের উকিল হরিহরণ চক্রবর্তীও; বাবার দর্শন করতে

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

# তিন দশকের পুরনো আদেশ মেনে চলার জন্য দারভাঙ্গা প্রশাসনকে আদালতের কঠোর নির্দেশ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

দারভাঙ্গা, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫: বিহারের দারভাঙ্গার একটি আদালত জেলা প্রশাসন এবং দারভাঙ্গা পৌর কর্পোরেশনকে তার ২৯ বছরের পুরনো আদেশ মেনে চলার জন্য কঠোর নির্দেশ জারি করেছে।

রবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বনাম বিহার সরকার মামলায়, ১৯৯৬ সালে, একটি জেলা আদালত লাহেরিয়াসরাই স্টেশন রোডের লক্ষ্মীপুর এলাকার ৪০/১১১২ নম্বর হোর্ডিং মামলায় বাদীর বাড়ি থেকে পৌর কর্পোরেশনের দোকানগুলি সরিয়ে মূল সড়ক পর্যন্ত ৩৫x৪২ ফুট রাস্তা তৈরির নির্দেশ দেয়।

বাদী রবীন্দ্র চৌধুরী বছরের পর বছর ধরে এই আদেশ মেনে চলার চেষ্টা করে আসছিলেন, কিন্তু তার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায় এবং তিনি মারা যান। মিঃ চৌধুরীর মৃত্যুর পর, তার ছেলে কেশব চৌধুরী এই বিষয়ে উদ্যোগ নেন, যার ফলে আদালত এই কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। অ্যাডভোকেট চৌধুরী বলেন যে, এটা অবাক করার মতো যে আদালতের আদেশ মেনে চলার পরিবর্তে পৌর কর্পোরেশনের দোকানগুলির জন্য নতুন নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, যদি এই আদেশ মেনে না চলা হয়, তাহলে তার জন্য বাড়ি ছেড়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

# বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

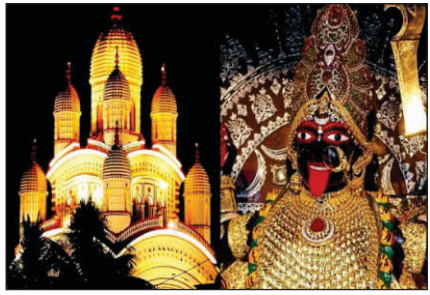

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

কালচক্র দেবতার একটি মূর্তির বিশদ পরিচয় নিষ্পন্নযোগাবলীতে পাওয়া যায়। কালচক্রমণ্ডলে প্রাপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় তাঁহার মূর্তি অক্ষোভ্যের ন্যায় নীলবর্ণ।

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# মন কি বাতের ১২৮ তম পর্বের কিছু তথ্য প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

**(প্রথম পর্ব)**

আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। মন কি বাতে আবার একবার স্বাগত জানাই আপনাদের। নভেম্বর মাস অনেক প্রেরণা নিয়ে এসেছে, কিছুদিন আগেই ২৬শে নভেম্বর সংবিধান দিবসে সেন্ট্রাল হলে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর পূর্তিতে গোটা দেশে অনুষ্ঠিত হতে চলা কার্যক্রমের চমকপ্রদ সূচনা হয়। ২৫শে নভেম্বর অযোধ্যায় রামমন্দিরে ধর্মধ্বজার উত্তোলন হয়। এই দিনেই কুরুক্ষেত্রের জ্যোতিসরে পাঞ্চজন্য স্মারক জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়।

বন্ধুরা, কিছুদিন আগেই আমি হায়দ্রাবাদে দুনিয়ার সবথেকে বড় লীপ ইঞ্জিন এমআরও ফেসিলিটির উদ্বোধন করেছি। বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি এবং পুন:প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এটা এক বড় পদক্ষেপ ভারতের। গত সপ্তাহে মুম্বাইতে এক অনুষ্ঠান চলাকালীন আইএনএস 'মাহে' ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গত সপ্তাহেই ভারতের মহাকাশীয় ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্তের সূচনা করল স্কাইরুটের ইনফিনিটি ক্যাম্পাস। এটা ভারতের নতুন ভাবনাচিন্তা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং যুবশক্তির প্রতিফলন।

বন্ধুরা, কৃষিক্ষেত্রেও বড় সাফল্য পেয়েছে দেশ। ভারত ৩৫৭ মিলিয়ন (৩৫কোটি ৭০লক্ষ) টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের সঙ্গে-সঙ্গে এক ঐতিহাসিক রেকর্ড তৈরি করেছে। তিনশো সাতান্ন মিলিয়ন টন! দশ বছর আগের পরিস্থিতির তুলনায় ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদন ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) টন বৃদ্ধি পেয়েছে। খেলাধুলোর জগতেও ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড্ডীন হয়েছে। কিছুদিন আগেই কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক হিসাবে ভারতের নাম ঘোষিত হয়েছে। এই সাফল্য দেশের, দেশবাসীর। আর মন কি বাত দেশের মানুষের এমন সাফল্য, মানুষের সমষ্টিগত প্রয়াসকে লোকসমক্ষে আনার এক অনুপম প্রচেষ্টা।

বন্ধুরা, মনে যদি উদ্যম থাকে, সমষ্টিগত শক্তি নিয়ে একটা দলের মত কাজ করার বিশ্বাস থাকে, পড়ে গিয়ে ফের উঠে দাঁড়ানোর সাহস থাকে, তবে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজেও সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত হয়। আপনারা সেই পর্বের কল্পনা করুন যখন স্যাটেলাইট ছিল না, জিপিএস সিস্টেম ছিল না, নেভিগেশনের কোনো সুবিধে ছিল না। তখনও আমাদের নাবিকরা বড়-বড় জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে রওনা দিতেন, আর নির্দিষ্ট জায়গাতে পৌঁছে যেতেন। এখন সমুদ্র ছাড়িয়ে নানা দেশ অন্তরীক্ষের অসীমতাকে বোঝার চেষ্টা করছে। চ্যালেঞ্জ সেখানেও একইরকম, না আছে জিপিএস সিস্টেম, না আছে যোগাযোগের তেমন সুবিধে, তাহলে আমরা এগোব কীভাবে?

বন্ধুরা, কিছু দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ার এক ভিডিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভিডিও ছিল ইসরোর এক অভূতপূর্ব ড্রোন প্রতিযোগিতা নিয়ে। এই ভিডিওতে আমাদের তরুণ-তরুণীরা, বিশেষ করে আমাদের জেন-জী মঙ্গল গ্রহের মত পরিস্থিতিতে ড্রোন ওড়ানোর চেষ্টা করছিল। ড্রোন উড়ছিল, কিছু সময়ের জন্য ভারসাম্য রক্ষা করছিল, আবার মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। জানেন, কেন হচ্ছিল এমন? কারণ, এখানে যে সব ড্রোন উড়ছিল, তাতে জিপিএস ব্যবস্থা একেবারেই ছিল না। মঙ্গলগ্রহে জিপিএস পাওয়া সম্ভব নয়, এইজন্য বাইরের কোনো সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয় ড্রোনের পক্ষে। নিজের ক্যামেরা এবং নিজস্ব সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়ে উড়তে হবে ড্রোনকে।

ঐ ক্ষুদ্র drone-টির মাটির pattern জানার ছিল, উচ্চতা মাপার ছিল, বাধা গুলি বুঝতে হত তারপর নিজেকেই সুরক্ষিত ভাবে অবতরনের রাস্তা খুঁজতে হত। এইজন্যই drone গুলো একের পর এক ভেঙে পড়ছিল।

এরপর ৬ পাতায়

(৩ পাতার পর)

## ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজের সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়িয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

হয়েছে, ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়া এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

১২ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে খসড়া ভোটার তালিকা তৈরি করার কাজ।

১৬ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এর পর ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সেই তালিকা সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ, আপত্তি কমিশনে জানানো যাবে।

খসড়া তালিকার বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ, আপত্তি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ গ্রহণ, বিতর্কের নিষ্পত্তি করা, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে শুনানিতে ডাকা প্রভৃতি কাজ চলবে ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোটার তালিকা ভাল করে খতিয়ে দেখার পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

# হাতে লেগে থাকা রক্তের দাগ মুছতে হিন্দুদের প্রার্থী করছে জামায়াতে ইসলামী!

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

**ঢাকা:** একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক হানাদার বাহিনীর দোসর হিসাবে হিন্দু নিধন যজ্ঞ চালিয়েছিল জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা। বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হিন্দু মেয়েদের গণধর্ষণের মতো পাশবিক ঘটনাও সংগঠিত করেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশেও হিন্দুদের মন্দির ভাঙচুর, বাড়িঘর দখল করা থেকে নানা ধরনের নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে জামায়াতের সন্ত্রাসীরা।

সূত্রের খবর, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত খুলনা-১ আসনে (দাকোপ-বটিয়াঘাটা ও ডুমুরিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত) জামায়াতের প্রার্থী হতে পারেন খুলনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কৃষ্ণ নন্দী। বান্দরবান ও রাঙামাটিতেও দুই সংখ্যালঘু মুখকে প্রার্থী হিসাবে বেছে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি শেখ হাসিনা উচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে রাজপথে থাকা চার তরুণীকেও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে বাছাই করা হয়েছে।কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাদ্যি বাজতেই ভোলবদল কট্টর মুসলিমপন্থী দলটির। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হাতে লেগে থাকা রক্ত মুছতে রাতারাতি হিন্দু দরদী সাজার চেষ্টায় মেতেছে। হিন্দু ভোট কব্জা করতে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দু প্রার্থী করার মতো বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। শুধু হিন্দুদেরই প্রার্থী করা নয়, নারী-বিরোধী তকমা মুছতে মহিলাদেরও প্রার্থী করার চিন্তাভাবনা করছে।

দেশভাগের পর থেকেই হিন্দুরা নিজেদের দল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগকে। তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরেও আওয়ামী লীগের প্রতি আস্থা টলেনি হিন্দুদের। খুলনা, বাগেরহাট, গৌরনদী, রাঙামাটি, মাগুরা, বান্দরবানের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা থেকে বেশিরভাগ সময়েই জিতেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ পদেও ছিলেন হিন্দুরা। তবে গত বছরের ৫ অগস্টের পর পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। শেখ হাসিনার দলকে নিষিদ্ধ করেছে মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। ফলে আগামী সংসদ নির্বাচনে ভোটে লড়তে পারছে না হিন্দুদের দল হিসাবে পরিচিত আওয়ামী লীগ।

আর তাই হিন্দু ভোট কব্জা করতে আসরে ঝাঁপিয়েছে খালেদা জিয়ার দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। বিএনপির পাশাপাশি জামায়াতেও হিন্দুদের জন্য পৃথক শাখা তৈরি করেছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ঘুরে-ঘুরে হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধদের দলের সদস্যপদ নিতে বাধ্য করছে। ভয়ে অনেকেই জামায়াতে নাম লিখিয়েছে, দলের সভা-সমাবেশে হাজির হচ্ছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসনগুলিতে জিততে হিন্দু ও উদারমনস্ক মহিলাদের প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জামায়াতের শীর্ষ নেতা তথা আমির শফিকুর রহমান। গতকাল শুক্রবারই ফের তিন বছরের জন্য আমির হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। আর প্রথম ভাষণেই ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, ধর্ম হল সবার নিজস্ব ব্যাপার।

(৫ পাতার পর)

## মন কি বাতের ১২৮ তম পর্বের কিছু তথ্য প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

বন্ধুরা, এই প্রতিযোগিতায়, পুণের যুবাদের একটি দল কিছু মাত্রায় সাফল্য পেয়েছিল। তাদের drone ও বেশ কয়েকবার পড়ে গিয়েছিল, crash হয়েছিল , কিন্তু তারা হার মানে নি। কয়েকবার চেষ্টার পর এই দল টির drone মঙ্গলগ্রহের মত পরিস্থিতিতে কিছু ক্ষণ উড়তে সফল হয়।

বন্ধুরা, এই video টি দেখার সময়, আমার মনে আরো একটি দৃশ্য ভেসে উঠেছিল। সেই দিন টি, যেদিন চন্দ্রযান-2 যোগাযোগের বাইরে চলে গিয়েছিল। সেদিন গোটা দেশ, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিকের দল কিছু সময়ের জন্য নিরাশার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধুরা, অসফলতা তাঁদের থামাতে পারে নি। ঐ দিনই তাঁরা চন্দ্র যান-3 এর সফলতার কাহিনী লিখতে শুরু করে দেন। এই জন্যই, যখন চন্দ্র যান-3 সফল ভাবে অবতরন করে তখন তা শুধু একটি mission এর সফলতা ছিল না, তা ছিল অসফলতা থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বাসের ভিতের ওপর তৈরী হওয়া সফলতা। এই video টি তে যে যুবক কে দেখা যাচ্ছে, তাঁর চোখে আমি সেই চমক লক্ষ্য করেছিলাম। প্রতিবার যখন আমি আমাদের যুবাদের নিষ্ঠা এবং বৈজ্ঞানিকদের সমর্পণ লক্ষ্য করি তখন মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যুবাদের এই নিষ্ঠাই বিকশিত ভারতের খুব বড় শক্তি।

আমার প্রিয় দেশবাসী , আপনারা সবাই মধুর মিষ্টত্বের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত। কিন্তু, প্রায়ই আমরা জানতে পারি না এর পেছনে কত লোকের পরিশ্রম আছে, আছে কত পরম্পরা এবং প্রকৃতির সঙ্গে কি অসাধারণ বোঝাপড়া।

বন্ধুরা, জম্মু কাশ্মীরের পাহাড়ী এলাকায় বন তুলসী অর্থাৎ সুলাই এর ফুল থেকে সেখানকার মৌমাছিরা অত্যন্ত অসাধারণ মধু তৈরী করে। এই মধু সাদা রঙের হয়, যাকে রামবন সুলাই মধু বলা হয়। কয়েকবছর আগেই রামবন সুলাই মধু GI tag পেয়েছে। এরপর এই মধুর কথা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

বন্ধুরা, দক্ষিণ কন্নাড়া জেলার পুত্তুর, সেখানকার বনস্পতি, গাছপালা মধু উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট বলে মনে করা হয়। এখানে 'গ্রামজন্য' নামের কৃষক সংস্থা এই প্রাকৃতিক উপহার কে নতুন দিশা দেখাচ্ছে। 'গ্রামজন্য' এখানে একটি আধুনিক processing unit নির্মাণ করেছে, lab, bottling, storage এবং digital

ক্রমশঃ

# সিনেমার খবর

## ‘লোকজন হয়তো জিজ্ঞেস করবে, শাহরুখ খান কে’

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সিনেমা নিয়ে খুব একটা আলোচনায় থাকেন না বলিউড অভিনেতা বিবেক ওবেরয়। তবে এবার শিরোনাম হলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খানকে নিয়ে ‘বিতর্কিত’ মন্তব্য করে। যার জেরে কিং খান ভক্তদের কটাক্ষের স্বীকার অভিনেতা।

সম্প্রতি ‘মাস্তি ৪’ সিনেমার প্রচারে গিয়ে বিবেক বলেন, ১৯৬০ সালে কে, কোন সিনেমায় অভিনয় করেছেন, সেসব এখন কেউ মনেও রাখে না। পাত্তাও দেয় না। ২০৫০ সালে হয়তো লোকজন জিজ্ঞেস করবে, শাহরুখ খান কে?

এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। কথা বলেন রাজ কাপুরকে নিয়েও। তার কথায়, এই যেমন, বর্তমান প্রজন্মের লোকজন জিজ্ঞেস করতে পারে, কে রাজ কাপুর? আমি-আপনি রাজ কাপুরকে সিনেমার ঈশ্বর বলে সম্বোধন করি, কিন্তু এই প্রজন্মের কাউকে জিজ্ঞেস করুন, তারা হয়তো রণবীর কাপুরের ভক্ত। তারা জানেও না রণবীর আদতে রাজ কাপুরের নাতি।

কিং খানকে নিয়ে এমন মন্তব্য ভালোভাবে নেননি শাহরুখভক্তরা। তোপ দাগান বিবেকের অভিনয় ক্যারিয়ারের পড়ন্ত দিক নিয়ে। মনে করিয়ে দেন কোভিড-উত্তর শাহরুখের কামব্যাক নিয়ে।

প্রসঙ্গত, সবশেষ ২০১৯ সালে প্রধান অভিনেতা হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বায়োপিকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন বিবেক। দীর্ঘ বিরতির পর ফিরছেন ‘মাস্তি ৪’ দিয়ে। এতে আরও অভিনয় করেছেন রিতেশ দেশমুখ, আফতাব শিবদাসানি প্রমুখ।

## আড়াল ভেঙে ‘সুসংবাদ’ দিলেন মোনালি

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

অনেক দিন ধরেই আড়ালে আছেন ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী মোনালি ঠাকুর। এখন আর আগের মতো সিনেমার গান কিংবা মঞ্চে কোথাও দেখা যায় না তাকে। প্রিয় গায়িকাকে নিয়ে উদ্বেগ বাড়ে ভক্তদের মনে। এবার প্রকাশ্যে এসে আশ্বস্ত করলেন ভক্তদের, সঙ্গে দিলেন নতুন কাজের খবর।

সম্প্রতি নেটমাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে মনের কথা ভাগাভাগি করেছেন মোনালি। জানালেন আড়ালে থাকার কারণ। তিনি বলেন, পূজার আগে থেকেই ভীষণ অসুস্থ আমি। একটার পর একটা শারীরিক সমস্যা যেন আমার পিছু ছাড়ছে না। দাঁতে হঠাৎই একটা সমস্যা দেখা দেয়। তার ফলে দাঁতে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, ওই সময় আমাকে কেউ দেখলে অবাক হয়ে যেত, আমার মুখ এতটাই ফুলে গিয়েছিল তখন। এটা শেষ হতেই মারাত্মক জ্বর হয়। এখন একটু ভালো আছি। এটা ভেবে ভালো লাগে যে, আপনারা আমার খেয়াল রেখেছেন। আমি সবাইকে তাই ধন্যবাদ জানাতে চাই।

মোনালি বলেন, এত বছর ধরে গানবাজনার সঙ্গে যুক্ত আছি। অনেক ছোট থেকে কাজ করছি। এতটা কম বয়স থেকে কাজের চাপ নিয়েছি যে এখন একটু অসুবিধাই হচ্ছে। এখন ছুটি কাটাচ্ছি। সঙ্গে নতুন কাজের পরিকল্পনাও করছি। সবটা মিলিয়েই মনে হলো যে, তোমাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করি।

নতুন কাজের বিষয়ে গায়িকা বলেন, আপনাদের সামনে খুব তাড়াতাড়ি নতুন গান নিয়ে আসব ঠিক করেছি। আর নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ায়ও আসব।

দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের বাইরে থাকেন মোনালি। গোপনে সেখানে বিয়েও সেরেছিলেন গায়িকা। তার সেই বিয়ে নিয়েও অনেক জল্পনা শোনা যায়। অনেকের মনেই প্রশ্ন মোনালির সেই বিয়ে আদৌ টিকে আছে কিনা! যদিও এই নিয়ে কখনো মুখ খোলেননি তিনি। নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালেই রেখেছেন গায়িকা।

বেশ কয়েক মাস আগে তার এক মন খারাপের পোস্ট উসকে দিয়েছিল জল্পনা। সেই পোস্ট দেখে অনেকেই মনে করেছিলেন যে, তাহলে কি বিবাহিত ও ব্যক্তিগত জীবনে সুখী নন গায়িকা? তবে সেই সময় ওই জল্পনা নিয়ে কোনো বাক্যব্যয় করেননি মোনালি।

## আহান-অনীতকে বলিউডের ‘নেক্সট কাপল’ বললেন করণ জোহর

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

পর্দার রসায়ন কি তবে বাস্তবেও ধরা দিল, এমনই গুঞ্জন ছিল বলিউডের নতুন জুটি ‘সাইয়ারা’ খ্যাত আহান পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডাকে ঘিরে। এবার কি সে প্রশ্নে দাঁড়ি টানলেন বলিউডের বিখ্যাত পরিচালক ও প্রযোজক করণ জোহর?

এমনিতেই বলিউডে জুটি গড়ে দিতে জুড়ি মেলা ভার করণের। তবে কি এবার নতুন জুটির ইঙ্গিত দিলেন তিনি, প্রশ্ন নেটিজেনদের।

সম্প্রতি সানিয়া মির্জার একটি শোতে উপস্থিত হন করণ জোহর। সেখানে সানিয়া তাকে প্রশ্ন করেন, বলিউডের পরবর্তী যুগল কারা হতে পারেন? জবাবে করণ জোহর একমুহূর্ত সময় না নিয়ে সরাসরি বলেন, আহান পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডা।

এরপর সানিয়া নিশ্চিত হতে জিজ্ঞেস করেন, নেক্সট? তার মানে কি তারা ইতোমধ্যেই সম্পর্কে আছেন? করণ জোহর প্রথমে হাসলেও মুহূর্তেই মুখের ভাব পাল্টে বলেন, ওদের এই সম্পর্ক এখনো অফিশিয়াল নয়... মানে, যদি কিছু থাকে... আমি ঠিক জানি না।

করণের এই মন্তব্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জল্পনার ঝড় ওঠে। নেটিজেনদের ধারণা, করণ জোহর হয়তো মুখ ফসকে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছেন।

এদিকে, ‘সাইয়ারা’ ছবির মুক্তির পর থেকেই আহান ও অনীতকে একাধিকবার একসঙ্গে দেখা গেছে। বিভিন্ন আড্ডা ও অনুষ্ঠানে তাদের ঘনিষ্ঠতা নজরে এসেছে ভক্তদের। তাদের একসঙ্গে ছবি ও ভিডিওগুলো নেটিজেনদের সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয়। বিশেষত, এই বছর অনীতের জন্মদিনে একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, আহান তাকে কেক খাইয়ে দিচ্ছেন। এরপর থেকেই দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাচ্ছেন ভক্তরা।

# ২৬ মাস পর ফিরছেন পল পগবা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

২০২৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জুভেন্টাসের হয়ে এম্পোলির বিপক্ষে মাত্র ২৮ মিনিট খেলেছিলেন পল পগবা। এরপর চোট-বিতর্কে কেটেছে দীর্ঘ বিরতি। অবশেষে ২৬ মাস পর আবার মাঠে ফিরতে যাচ্ছেন এই ফরাসি তারকা। আগামিকাল লিগ আঁ'তে রেনের বিপক্ষে ম্যাচে এএস মোনাকোর হয়ে দেখা যেতে পারে পগবাকে। তাঁর এই সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন নিয়ে দলেও তৈরি হয়েছে নতুন আশার সুর।

ডোপ টেস্টে পজিটিভ হয়ে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সব ধরনের ফুটবল থেকে সাময়িক নিষিদ্ধ হন পল পগবা। সে সময় তিনি খেলতেন ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্টাসে। তদন্ত শেষে নিষিদ্ধ দ্রব্য সেবনের সত্যতা মেলায় ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে ৪ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। পগবা অবশ্য সবসময়ই দাবি করেছেন যে ডোপ টেস্টের ঘটনা একটি ভুল ছিল। তিনি দাবি করে এসেছেন, তাঁর খাবারে কোনো অবৈধ উপাদান মেশানো হয়।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে আপিলের প্রেক্ষিতে পগবার নিষেধাজ্ঞা ৪ বছর থেকে নেমে আসে ১৮ মাসে। তাতে ফুটবল ক্যারিয়ার নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছেন ৩২ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। কিন্তু গত নভেম্বরে পারস্পরিক সমঝোতায় পগবার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে জুভেন্টাস। পেশাদার ক্যারিয়ার ক্যারিয়ারে আবারও অনিশ্চতার মুখে পড়েন।

শেষ পর্যন্ত এএস মোনাকো পগবাকে দুই বছরের জন্য নিজেদের করে নেওয়ায় নতুন পথচলা হয় তাঁর। ফরাসি ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তিতে সই করার সময়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় পগবাকে।

ফের ফুটবলে ফেরার মধ্য দিয়ে ফ্রান্স জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার স্বপ্নও দেখেন পগবা। মাঠে নিয়মিতই অনুশীলন করছেন বিশ্বকাপ জয়ী এই ফরাসি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। ইএসপিএন জানিয়েছে, মোনাকোর পরের ম্যাচে শেষ সময়ে কয়েক মিনিট মাঠে নামার সুযোগ পেতে পারেন পগবা। তাকে আগামী কয়েক সপ্তাহে ধীরে ধীরে মাঠে সময় দেওয়াও পরিকল্পনা আছে।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ক্যারিয়ার শুরু করার পর ২০১২-১৩ মৌসুমে জুভেন্টাসে যোগ দেন পগবা। চার বছর পর আবার ইংলিশ ক্লাবটিতে ফেরেন তিনি। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় দফায় ফের জুভেন্টাসেই পাড়ি জমান ২০২২-২৩ মৌসুমে। ফ্রান্স জাতীয় দলের হয়ে ৯১ ম্যাচ খেলে ১১ গোল করেছেন তিনি।

## বেটিং সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকায় ধারাভাষ্যকারের চাকরি হারালেন ম্যাকগ্রা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আসন্ন অ্যাশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (এবিসি) হয়ে ধারাভাষ্য দেওয়ার কথা ছিল গ্লেন ম্যাকগ্রার। কিন্তু বিতর্ক ওঠায় ৫৬৩টি টেস্ট উইকেটের মালিক ম্যাকগ্রাকে সরে যেতে হলো।

ম্যাকগ্রাকে সরিয়ে দেওয়ার কারণ হলো বেটিং সংস্থার সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা। এবিসির অবস্থান বেটিং সংক্রান্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। এটি তাদের ঘোষিত নীতি। সেই কারণেই বাদ পড়েছেন ম্যাকগ্রা। তাকে বাদ দিলেও এবিসির ধারাভাষ্যকার প্যানেলে সদস্য সংখ্যা ৬-ই থাকছে। ম্যাকগ্রার জায়গায় অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ টম মুডিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সিডনি মর্নিং হেরাল্ড এক প্রতিবেদনে জানায়, বেট৩৬৫' নামক একটি বেটিং সংস্থার প্রচারে রয়েছেন ম্যাকগ্রা। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর ম্যাকগ্রাকে সরাতে দেরি করেনি এবিসি। এই সম্প্রচারকারী চ্যানেল জানিয়েছে, অ্যাশেজ সিরিজের জন্য এবিসি ও গ্লেন ম্যাকগ্রা পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এবিসি ম্যাকগ্রাকে সরিয়ে দিলেও অস্ট্রেলিয়ার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার সময়ে সময়ে বেটিং সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছেন। তাছাড়া এই 'বেট৩৬৫' এখন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম প্রধান স্পনসর। অস্ট্রেলিয়ার খেলা থাকলে তাদের বিজ্ঞাপন টেলিভিশনে দেখানো হয়। এবারের অ্যাশেজেও হয়তো তার ব্যতিক্রম হবে না।

ম্যাকগ্রার মতো একই কারণে ২০২২ সালে মিচেল জনসনের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে এবিসি। সাবেক এই বাঁহাতি পেসারের চুক্তি ছিল 'বেট নেশন' নামে একটি সংস্থার সঙ্গে।

## ফের ইনজুরিতে মাঠের বাইরে পালমার

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

কুঁচকির ইনজুরির কারণে দুই মাস মাঠের বাইরে থাকার পর চলতি সপ্তাহে অনুশীলনে ফিরে আসার কথা ছিল ইংল্যান্ডের উইঙ্গার কোল পালমারের। কিন্তু ২৩ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় তার বাম পায়ের ছোট আঙুলে আঘাতের কারণে আরও কিছুদিন মাঠের বাইরে থাকবেন। বিট্রিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

চেলসির সামনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এর মধ্যে শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বার্নলি, মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনা এবং পরের সপ্তাহে ঘরের মাঠে আর্সেনালের সাথে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। নতুন করে ইনজুরির কারণে তিনটি ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন পালমার।

চেলসির ম্যানেজার এনজো মারেস্কা বলেন, শনিবারের ম্যাচে তাকে পাচ্ছি না। সম্ভবত বার্সেলোনা ও আর্সেনাল ম্যাচেও তার খেলা হচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, দুর্ভাগ্যবশত, পালমার বাড়িতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। যেখানে তার পায়ের আঙুলে আঘাত লাগে। এটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, তবে সে আগামী সপ্তাহে আর ফিরবে না।

এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ২-১ গোলে ব্যবধানের হারে চেলসি। ওই ম্যাচে খেলেছিলেন পালমার। এরপর ১১টি ম্যাচে খেলেছে চেলসির। এর মধ্যে আটটিতে জিতেছে এবং হেরেছে দুটি। বর্তমানে তারা প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR